بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## আবু মুসলিম খাওলানী ও আমীর মুয়াবিয়া

একদা আমীর মুয়াবিয়া ভাষণ দেয়ার জন্য মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "হে জনগণ! আমার কথা শুনুন এবং মেনে চলুন।" একথা শুনেই আবু মুসলিম খাওলানী দাঁড়িয়ে বাধা দিলেন, বললেন, "হে মুয়াবিয়া আমরা আপনার কথা শুনবোও না, আপনার অনুগতও হবো না।"

আমীর মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন আবু মুসলিম ?'

"আপনি 'আতায়া' বন্ধ করতে পারেন না। এটি আপনার বা আপনার মা-বাপের উপার্জন থেকে চালু করা হয়নি।" আবু মুসলিম জবাব দিলেন।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন লোককে যে সরকারী বৃত্তি দেয়া হয় তারই নাম 'আতায়া'। আমীর মুয়াবিয়া সে সময় বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আবু মুসলিম খাওলানীর জবাব শুনে আমীর মুয়াবিয়া রাগে ফেটে পড়লেন। আর তখনি মিম্বর থেকে নেমে সমবেত শ্রোতাদের বললেন, "আপনারা বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।" এ বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে এসে বললেন, "আবু মুসলিম আমাকে এমন কথা বলেছিল যাতে আমি ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আমি রসূলে করীম হযরত মুহাম্মাদ স.-কে বলতে শুনেছি যে, শয়তানের উস্কানিতে ক্রোধের সৃষ্টি হয়, আর আগুন থেকে শয়তানের সৃষ্টি। আগুন নেভাতে হয় পানি দিয়ে, কাজেই কেউ রেগে গেলে সে যেন গোসল করে আসে।

এজন্য আমি গোসল করে এসেছি। আবু মুসলিমও ঠিকই বলেছে। এ ভাতা আমার বা আমার আব্বার উপার্জন থেকে চালু করা হয়নি। কাজেই আপনারা আপনাদের ভাতা যথারীতি আদায় করে নিন।"

## হুজর ইবনে আদী ও আমীর মুয়াবিয়া

আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকালে মসজিদের মিম্বরে হযরত আলী রা.-এর ওপর প্রকাশ্য নিন্দা করা এবং অভিশাপ দেয়া শুরু হলে কুফার হুজর

ইবনে আদী সহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রত্যুত্তরে হযরত আলীর প্রশংসা এবং হযরত মুয়াবিয়ার নিন্দা করতে শুরু করলেন।

গভর্নর যিয়াদ তাঁকে তাঁর বারোজন সাথীসহ গ্রেফতার করলেন এবং তাদের ওপর সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগ আরোপ করে আমীর মুয়াবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমীর মুয়াবিয়া তাঁদের হত্যা করার আদেশ দিলেন।

হত্যার পূর্বে জল্লাদরা বলল, "আমাদের বলে দেয়া হয়েছে যদি তোমরা আলীর সাথে বৈরীতা প্রকাশ করো এবং তাঁর প্রতি অভিশাপ দাও তবে তোমাদের যেন ছেড়ে দিই, না হলে যেন হত্যা করি।"

হুজর ও তাঁর সহচরগণ একথা মানতে অস্বীকৃতি জানালেন। হুজর বললেন, "আমি এমন কথা মুখে আনতে পারি না যা আমার মা'বুদকে অসন্তুষ্ট করবে।"

শেষ পর্যন্ত তাঁকে এবং তাঁর সহচরদের হত্যা করা হয়।

## ইমাম হোসাইন ও ইয়াজিদ

ইয়াজিদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন এবং তার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে বাদশাহীর সূচনা হয়। ইমাম হোসাইন রা. কিন্তু ইয়াজিদের বায়াত মেনে নেননি, বরং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন।

ইয়াজিদের আদেশে ইমাম হোসাইন রা.-কে কারবালা প্রান্তরে ঘিরে নেয়ার পর ইয়াজিদের সেনাধ্যক্ষ ওমর ইবনে সা'দকে ইমাম হোসাইন রা. আলোচনার আহ্বান জানান। ওমর ইবনে সা'দ এলে ইমাম হোসাইন রা. সমঝোতার জন্য তিনটি শর্ত পেশ করেন।

এক ঃ আমি যেখান থেকে এসেছি আমাকে সেখানে ফিরে যেতে দাও।

দুই ঃ অথবা আমাকে সীমান্তে যেতে দাও, সেখানে কাফেরদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাবো।

তিন ঃ অথবা আমাকে ইয়াজিদের কাছে নিয়ে চল। আমি নিজের ব্যাপারে তার সাথে বুঝাপড়া করবো।

ওমর ইবনে সা'দ রাজী হলেন এবং শিগ্‌গির কুফার গভর্নর ইবনে সা'দকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু সীমার জিলজওশনের হস্তক্ষেপের ফলে আপোষ-রফার এ উদ্যোগ নস্যাৎ হয়ে যায়।

যুদ্ধের দিন সকালে ইমাম হোসাইন রা. আবার আপোষ করার শেষ চেষ্টা করলেন। ঘোড়ার পরিবর্তে উটে আরোহণ করে ময়দানে গমন করলেন (উল্লেখ্য, ঘোড়াকে যুদ্ধের এবং উটকে শান্তির প্রতিক মনে করা হয়) এবং ইয়াজিদের সমগ্র সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন, "হে লোক সকল! আমার কথা শোনো এবং তাড়াতাড়ি করো না। আমাকে অন্তত তোমাদের উপদেশ দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হবার সুযোগ দাও।" তারপর তিনি সৈন্যদের সামনে নিজের বংশ-মর্যাদার পরিচয় দান করেন। নবীজীর হাদীসের পুনরুল্লেখ করেন, তাঁকে কুফায় ডেকে পাঠানোর চিঠিপত্রের উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে প্রশ্ন করেন, "আমাকে বল, তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে চাও ? তোমরা কি আমার কাছে কারো হত্যার প্রতিশোধ চাও ? তোমাদের কোনো সম্পদ কি আত্মসাৎ করেছি যার ক্ষতিপূরণ চাও ? নাকি তোমাদের আহত হওয়ার ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতে চাও ?"

ইয়াজিদের সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন চীৎকার করে বললো, আপনি কেন ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করছেন না ?

ইমাম হোসাইন রা. দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম! এটা সম্ভব নয় যে, আমি নিজেকে অবমাননার সাথে তার হাতে সোপর্দ করবো এবং বান্দার বন্দেগী মেনে নেব। আমি নিজেকে কলংকিত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই অহংকারীর অহংকার থেকে যে পরকালের ওপর বিশ্বাস পোষণ করে না।"

—তারপর ? তারপর ইমাম হোসাইন রা.-কে হত্যা করা হয় এবং তার পবিত্র লাশকে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করা হয়।

## ইবরাহীম ও হেশাম

ইবরাহীম ইবনে আয়লা সাধনা, পরহেজগারী, সততা ও আমানতদারীতে খ্যাতিমান ছিলেন। খলীফা হেশাম ইবনে আবদুল মালেক তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে মিসর দেশের শুল্ক বিভাগের মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

ইবরাহীম এ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, "আমি এর যোগ্য নই।" হেশাম ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, "এ পদ গ্রহণ করতে হবে, না হলে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।"

ইবরাহীম চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর হেশামের ক্রোধ কেটে গেলে তিনি বললেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বাণীতে ইরশাদ করেছেন,